দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

20

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষকরা 'স্বেচ্ছাসেবা' দিচ্ছেন

মেহেরপুর, ২৮শে ডিসেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।-- জেলার মোট ৩৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক/শিক্ষিকা বছরের পর বছর 'বেগার' খাটছেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরে ঐসব বেসরকারী বিদ্যালয়ের ফাইল ঠিকমত 'ড্রীল' করা হয়। অথচ বিদ্যালয়গুলো কোন উৎস থেকেই কোনরকম সাহায্য-সহযোগিতা পায় না। ফাইলপত্রে বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হিসেব, প্রমোশন সবকিছুই দেখানো হয়ে থাকে।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৭টি এবং গাংনী উপজেলায় ২০টি। এরমধ্যে রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ২৩টি (সদরে ১০টা এবং গাংনীতে ১৩টা)। সদর উপজেলার বুড়িনোতা ইউনিয়নের শালিখা বেসরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টিও সরকারীকরণের আশ্বাস পেয়ে বছরের পর বছর ধুঁকছে।

বেশ কিছুসংখ্যক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশুনা হয়, সেখানে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিও ভাল। কিন্তু কোন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা কোন সূত্র থেকে কখনও দেওয়া হয়েছে কিনা তার কোন হিসেব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর থেকে পাওয়া যায়নি। এসব বিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক ১০।১২ বছর ধরেও 'স্বেচ্ছাসেবা' দিয়ে চলেছেন। সদর উপজেলার পিরোজপুর পশ্চিম পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গ্রামবাসীর অনুদান এবং স্থানীয় জনতা ক্লাবের সহযোগিতায় চলছে। বিদ্যালয়ের প্রায় তিনশ' ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর কাজ করছেন ৫জন শিক্ষক ৮/৯ বছর যাবৎ। এ বিদ্যালয়টিও এ যাবৎ অনেক আশ্বাস পেয়েছে। শালিখা বেসরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ও নিয়মিত চলছে, এসব বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরীক্ষা এবং প্রমোশন হয়ে থাকে। অন্ততঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও এসব বিদ্যালয়ের ভূমিকা যথেষ্ট। তবুও উপজেলা পরিষদ বা জেলা পরিষদ থেকে বিদ্যালয়গুলো তেমন কোন সাহায্য-সহযোগিতা পায় না। গ্রামবাসীর দয়ার ওপরই মূলতঃ বিদ্যালয়গুলোর অস্তিত্ব নির্ভরশীল।